Vol. 36 | No. 2 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে গণ ও মাত্রা নির্দেশের বিভিন্ন পদ্ধতি

Volume	36
Issue	2
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কল্পনা ভৌমিক
Published online	February 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i2.4
Pages	59-80
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে গণ ও মাত্রা নির্দেশের বিভিন্ন পদ্ধতি

কল্পনা ভৌমিক

সংস্কৃত সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তার ছন্দশাস্ত্র। কারণ ছন্দের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, আর সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিশাল অংশই রচিত এই ছন্দের বন্ধনে অর্থাৎ পদ্যকাব্যে। ছন্দোবদ্ধ পদই পদ্য ('ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্')। নীরস বক্তব্যকে মাধুর্যমণ্ডিত করার প্রয়াসেই ছন্দের জন্ম। যিনি যত বড় কবি তিনি তাঁর কাব্য-শরীরকে ছন্দ ও অলঙ্কারে বিভূষিত করেছেন তত বেশী। ছন্দের বন্ধনে ভাষা পায় এক বিশেষ গতি, তাতে অভিব্যক্ত হয় নানা ব্যঞ্জনা, মনের গহনে গিয়ে জাগিয়ে তোলে আমাদের রসচিত্তকে। তখন সে যেন চলে যায় 'ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্ব-মুখে অনন্ত গগনে', 'অর্থের বন্ধন হতে'—ছুটে যায় 'ভাবের স্বাধীন লোকে'। ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরে সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।" কাব্যের ক্ষেত্রে ভাষায় যে ছন্দের বন্ধন তা এই তার-বাঁধা সেতার।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই কাব্যে ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রসমূহ বা সূক্তাবলী ছন্দোবদ্ধ হয়েই রচিত হয়েছে। বেদে সাতটি ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাতটি ছন্দ আবার বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। বৈদিক ছন্দের পরেই সৃষ্ট হয় সংস্কৃত ছন্দ। সংস্কৃত ছান্দসিকগণ ছন্দের প্রধান বিভাজনে অক্ষর ও মাত্রাকে নির্ণায়ক হিসেবে ধরে (অক্ষর) বৃত্ত ও (মাত্রা) জাতি এই দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। অক্ষর-গণনা নিয়মে নিবদ্ধ ছন্দের নাম বৃত্ত ছন্দ — ''বৃত্তমক্ষরসংখ্যা ত্রং...।" (ছন্দোমঞ্জরী-১/৪) এবং মাত্রার সংখ্যানুযায়ী গ্রথিত ছন্দের নাম জাতি ছন্দ। — 'জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ..." ছন্দোমঞ্জরী ১/৪)। এই বৃত্ত ছন্দ সম, অর্দ্ধসম ও বিষম ভেদে ত্রিবিধ। যে শ্লোকের চারটি চরণ বা পাদই লঘুগুরু ক্রমে সমসংখ্যক অক্ষরে

গঠিত তাকে বলা হয় সমবৃত্ত ছন্দ। সংস্কৃত কবিগণ তাদের অধিকাংশ কাব্যের শ্লোকই নির্মাণ করেছেন এই সমবৃত্ত ছন্দদ্বারা, যেমন- মন্দাক্রান্তা, বসন্ততিলক, মালিনী ইত্যাদি। যে শ্লোকের অর্দ্ধেক অপর অর্দ্ধেকের তুল্য, তাঁকে বলা হয় অর্দ্ধসমবৃত্ত অর্থাৎ যে শ্লোকের প্রথম পাদ তৃতীয় পাদের এবং দ্বিতীয় পাদ চতুর্থ পাদের সমান তার নাম অর্ধসমবৃত্ত, যেমন- সুন্দরী, দ্রুতমধ্যা, কেতুমতী, কৌমুদী প্রভৃতি। যে শ্লোকের চারটি চরণই চার প্রকার অর্থাৎ প্রত্যেক চরণেই থাকে অক্ষর বিন্যাসের বিভিন্নতা তাকে বলে বিষমবৃত্ত, যেমন-সৌরভক, ললিতা প্রভৃতি।

সমস্ত সংস্কৃত ছন্দকে তার লক্ষণ অনুসারে ছান্দসিকগণ আবদ্ধ করেছেন এক একটি সংজ্ঞায়। প্রতিটি সংজ্ঞাই ছন্দের লক্ষণ অনুযায়ী গণ দ্বারা নিবদ্ধ। সংস্কৃত ছন্দোনির্ণয়ে গণ-এর ভূমিকা তাই অপরিসীম। দশটি বিচ্ছিন্ন অক্ষরের নামে নামকরণ করে সকল সংস্কৃত ছন্দকে দশটি স্বতন্ত্র গণে বদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ ও ল (ম্যরস্তজভ্নগৈর্লান্তৈরো ভর্দশভিরক্ষরৈঃ, ছন্দোমঞ্জরী-১/৭)। এর মধ্যে একাক্ষর বিশিষ্ট গ এবং ল গণ ব্যতীত অন্য সকল গণ তিনটি অক্ষরের সমন্বয়ে নিবদ্ধ।

ছন্দের সংজ্ঞায় পদের মাত্রা বা অক্ষর অনুযায়ী নির্ধারিত হয় গণ। এই গণ প্রকাশের ক্ষেত্রে ছান্দসিকগণ কোন নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। ছন্দের মাত্রা বা অক্ষর সমান রেখে বিভিন্ন ছন্দকার তাঁদের খেয়াল খুশীমত কিংবা কবিত্ব শক্তি-বলে নানা পদ্ধতিতে গণ প্রকাশ করে গ্রথিত করেছেন ছন্দের সংজ্ঞা।

ছন্দের সংজ্ঞায় গণ নির্দেশের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে নিম্নে আলোচনা করা গেল।

প্রথমতঃ ছন্দের লক্ষণ নির্ণায়ক সংকেতরূপী অক্ষরের মাধ্যমে বৃত্তের সংজ্ঞা প্রণয়ন। অর্থাৎ ম, য, র প্রভৃতি দশটি গণ থেকে ছন্দের লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় গণের সরাসরি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রথিত হয়েছে ছন্দের সংজ্ঞা। এ পদ্ধতিতে ছন্দের সংজ্ঞা প্রণয়নের প্রথম নিদর্শন দেখা যায় পিঙ্গলাচার্যের 'ছন্দঃ-শাস্ত্রে'। যেমন-**অপরাজিতা**

অপরাজিতা নৌর্‌সৌ ল্‌গৌ স্বরঋষয়ঃ।

অর্থাৎ যে ছন্দের প্রতিপাদে ন, ন, র, স, ল, ও গ গণ বিদ্যমান তা অপরাজিতা ছন্দ নামে পরিচিত । যথা-

ন	ন	র	স	ল	গ
∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	— ∪ —	∪ ∪ —	∪	—

বদনবধিভুজপ্রতাপকৃতাস্পদা
যদুনিচয়চমূঃ পরৈরপরাজিতা।
ব্যজয়ত সমরে সমস্তরিপুব্রজং
স জয়তি জগতাং গতির্গরুড়ধ্বজঃ।।

প্রহর্ষিণী

প্রহর্ষিণী ম্নৌ জরৌ গ্ ত্রিকদশকৌ।

যে ছন্দের প্রতিপাদ ম, ন, জ, র, গ-গণ দ্বারা গ্রথিত তাকে বলা হয় প্রহর্ষিণী ছন্দ। যথা–

ম	ন	জ	র	গ
— — —	∪ ∪ ∪	∪ — ∪	— ∪ —	—

গোপীনামধরসুধারসস্য পানৈ–
রুত্তুঙ্গ স্তনকলসোপগূহনৈশ্চ।
আশ্চর্য্যৈরপি রতিবিভ্রমৈর্মুরারেঃ
সংসারে মতিরভবৎ প্রহর্ষিণীহ।।

'বৃত্তরত্নাকর' গ্রন্থেও কেদারভট্ট অধিকাংশ ছন্দের গণ নির্দেশে এ-পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। যেমন–

অতিরুচিরা

চতুর্গ্রহৈরতিরুচিরা জভসজগাঃ।

যার প্রতিটি চরণ জ, ভ, স, জ, ও গ-গণ দ্বারা গঠিত তা অতিরুচিরা ছন্দ নামে অভিহিত। যথা–

জ	ভ	স	জ	গ
∪ — ∪	— ∪ ∪	∪ ∪ —	∪ — ∪	—

অভূন্নৃপো বিবুধসখঃ পরন্তপ–
শ্রুতান্বয়ো দশরথ ইত্যুদাজহৃতঃ।
গুণৈর্বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যং
সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্।।

চন্দ্রিকা

ননততগুরুভিশ্চন্দ্রিকাশ্বর্তুভিঃ

যে ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে দুটি ন, দুটি ত এবং একটি গ-গণ

থাকে তাকে বলা হয় চন্দ্রিকা ছন্দ। যথা-

ন ন ত ত গ

∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ | — — | ∪ | — — ∪ | —

শরদমৃতরুচশ্চন্দ্রিকাক্ষালিতে
দিনকরতনয়াতীরদেশে হরিঃ।
বিহরতি রভসাদ্বল্লবীভিঃ সমং
ত্রিদিবযুবতিভিঃ কোঽপি দেবো যথা।।

গঙ্গাদাস তাঁর 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থের অধিকাংশ ছন্দের সংজ্ঞায় গণ নির্দেশে ব্যবহার করেছেন এ পদ্ধতি। যেমন-

ইন্দ্রবজ্রা

স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ।

যে ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে দুটি ত-গণ, একটি জ-গণ ও দুটি গ-গণ থাকে তা ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ নামে অভিহিত। যথা-

ত ত জ গ গ

— — ∪ | — — ∪ | ∪ — ∪ | — | —

গোষ্ঠে গিরিং সব্যকরেণ ধৃত্বা
রুষ্টেন্দ্রবজ্রাহতিমুক্তবৃষ্টৌ।
যো গোকুলং গোপকুলঞ্চ সুস্থং
চক্রে সনো রক্ষতু চক্রপাণিঃ।

বংশস্থবিল

বদন্তি 'বংশস্থাবিলং জতৌ জরৌ'।

যার পাদগুলি ক্রমতা জ, ত, জ এবং র-গণ দ্বারা নিবদ্ধ তা বংশস্থবিল ছন্দ নামে খ্যাত। যথা-

জ ত জ র

∪ — ∪ | — — ∪ | ∪ — ∪ | — ∪ —

বিলাসবংশস্থবিলং মুখানিলৈঃ
প্রপূর্য্য দ্যা যঃ পঞ্চমরাগমুনিরন্।
ব্রজাঙ্গনানামপি গুণশালিনাং
জহার মানং স হরিঃ পুনাতু নঃ।।

এসব ছন্দোগ্রন্থে ছান্দসিকগণ অধিকাংশ ছন্দের সংজ্ঞাই এরূপ ম, য, র প্রভৃতি দশটি গণ প্রয়োগের মাধ্যমেই নির্মাণ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ সংখ্যাবাচক শব্দের মাধ্যমে গণ প্রকাশ। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি ছন্দের সংজ্ঞা লিখিত হয়েছে শ্লোকাকারে। বিভিন্ন সংখ্যাবাচক শব্দের বন্ধনে চমৎকারভাবে ছান্দসিকগণ প্রকাশ করেছেন প্রতিটি ছন্দের গণ। যেমন–

মদলেখা

তুর্য্যং পঞ্চমকঞ্চেদ্ যত্র স্যাল্লঘু বালে।
বিদ্বদ্ভির্মৃগনেত্রে প্রোক্তা সা মদলেখা।। (শ্রুতবোধ–১০)

হে বালে, মৃগাক্ষি, বৃত্তের চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ লঘু (অন্য সব বর্ণ গুরু) হলে বিজ্ঞগণ তাকে বলে থাকেন মদলেখা। অর্থাৎ এ সপ্তাক্ষর ছন্দে থাকবে একটি ম একটি স ও একটি গ–গণ। যথা–

ম	স	গ
— — —	∪ ∪ —	—

রঙ্গে বাহু বিরু গ্লাদ্দন্তীন্দ্রান্মদলেখা।
নগ্নাভূন্মুরশত্রৌ কস্তুরীরসচর্চা।।
মাণবকক্রীড়
আদিগতং তুর্যমৃগতং পঞ্চমকঞ্চান্ত্যগত।
স্যাদ্ গুরু চৈতৎ কথিতং মাণবকক্রীড়া মিদম্।। (শ্রুতবোধ–১২)

যে বৃত্তের বা ছন্দের প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও শেষ অর্থাৎ অষ্টম অক্ষর গুরু হয় সে বৃত্ত অভিহিত হয় মানবকক্রীড় নামে। অতএব এ ছন্দের প্রতিটি পাদ-গঠনে থাকবে একটি ভ, একটি ত, একটি ল এবং একটি গ–গণ। যথা–

ভ	ত	ল	গ
— ∪ ∪	— — ∪	∪	—

চঞ্চলচূড়ঞ্চপলৈর্বৎসকুলৈঃ কেলিপরম্।
ধ্যায় সখে স্মেরমুখং নন্দসুতং মাণবকম্।

দোধক

আদ্যং চতুর্থমহীননিতম্বে সপ্তমকং দশমঞ্চ তথান্ত্যম্।
যত্র গুরু প্রকটস্মরসারে! তৎকথিতং ননু দোধকবৃত্তম্।।
(শ্রুতবোধ – ১৯)

হে বিপুলনিতম্বে, হে প্রকটস্মরসারে, যে ছন্দের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম এবং অন্ত্য অর্থাৎ একাদশ বর্ণ গুরু হয়, সেই বৃত্ত কথিত হয় দোধক

নামে। অর্থাৎ দোধক ছন্দের প্রতিটি চরণ রচিত হবে তিনটি ভ ,এবং দুটি গণ গণের সমন্বয়ে। যথা–

ভ	ভ	ভ	গ	গ
— ∪ ∪	— ∪ ∪	— ∪ ∪	—	—

দেব স দোধকদম্বতলস্থ শ্রীধর তাবকনামপদংমে।
কণ্ঠতলেসুবিনির্গমকালে স্বল্পমপ চণমেষ্যত যোগম্।।

শশিবদনা

অগুরু চতুষ্কং ভবতি গুরু দ্বৌ।
ঘনকুচযুগ্মে শশিবদনা সা।।
(শ্রুতবোধ–৯)

হে নিবিড়স্তনি! যে ছন্দের প্রথম চারটি বর্ণ লঘু এবং শেষ দুটি অক্ষর গুরু হয়, তা শশিবদনা নামে কথিত হয়। অতএব এছন্দের প্রতিপাদ-গঠনে থাকবে একটি ন ও একটি য গণ। যথা–

ন	য
∪ ∪ ∪	∪ — —

শশিবদনানাং ব্রজতরুনীনাম্।
অধরসুধোর্মিং মধুরিপুরৈচ্ছৎ।।

রথোদ্ধতা

আদ্যমক্ষরমতস্তৃতীয়কং
সপ্তমঞ্চ নবমং তথান্তিমম্।
দীর্ঘমিন্দুমুখি! যত্র জায়তে
তাং বদন্তি কবয়ো রথোদ্ধতাম্।।
(শ্রুতবোধ –২৪)

হে ইন্দুমুখি! যে ছন্দের প্রথম বর্ণ এবং তারপরে তৃতীয়, সপ্তম, নবম এবং শেষ বা একাদশ বর্ণ গুরু হয়, কবিগণ তাকে রথোদ্ধতা নামে অভিহিত করেন। অতএব, রথোদ্ধতা ছন্দের প্রতিপাদ-গঠনে থাকবে র, ন, র, ল এবং গ–গণ। যথা–

র	ন	র	ল	গ
— ∪ —	∪ ∪ ∪	— ∪ —	∪	—

এবমাশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা
সংযমী কিমিত জন্মদস্ত্বয়া।

সত্ত্বসংশ্রয়গুনোপিদূষ্যতে
কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনঃ।।

বসন্ততিলক

আদ্যং দ্বিতীয়মপি চেদ্ গুরু তচ্চতুর্থং
যত্রাষ্টমঞ্চ দশমান্ত্যমুপান্ত্যমন্ত্যম্।
অষ্টাভিরিন্দুবদনে! বিরতিশ্চ ষড়্ভিঃ
কান্তে! বসন্ততিলকং কিল তং বদন্তি।।
(শ্রুতবোধ-৩৫)

হে ইন্দুমুখি! হে কান্তে! যে ছন্দের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ এবং অন্ত্য অর্থাৎ চতুর্দশ বর্ণ দীর্ঘ হয়, কবিগণ তাকে বসন্ততিলক নামে অভিহিত করে থাকেন। অর্থাৎ এ ছন্দের প্রতিচরণ নির্মাণে থাকবে যথাক্রমে ত, ভ, জ, গ, এবং গ-গণ যথা-

ত	ভ	জ	জ	গ	গ
— — ∪	— ∪ ∪	∪ — ∪	∪ — ∪	—	—

চিত্র নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতং নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ।।

তোটক

সতৃতীয়ক-ষষ্ঠমমন্দরতে!
নবমং বিরতিপ্রভবং গুরু চেৎ।
ঘনপীনপয়োধরভারনতে!
ননু তোটকবৃত্তমিদং কথিতম্।।
(শ্রুতবোধ-২৬)

হে অমন্দরতে, হে ঘনপীনস্তনভারাবনতে, যে বৃত্তের তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম এবং শেষ বা দ্বাদশবর্ণ দীর্ঘ হয় তাকে তোটক নামে আখ্যায়িত করা হয়। অতএব, এ ছন্দের প্রতিপাদে গণ থাকবে ক্রমশঃ স, স, স এবং স। যথা-

স	স	স	স
∪ ∪ —	∪ ∪ —	∪ ∪ —	∪ ∪ —

অমুনা যমুনাজলকেলিকৃতা
সহসা তরসা পরিরভ্য ধৃতা।
হরিণা হরিণাকুলনেত্রবতী
ন যয়ৌ বয়ৌবনভারবতী।।

ভুজঙ্গপ্রয়াত

যদাদ্যং চতুর্থং তথা সপ্তমং স্যাৎ
তদ্বৈ বাক্ষরং হ্রস্বমেকাদশাদ্যম্।
শরচ্চন্দ্রবিদ্বেষি বক্ত্রারবিন্দে
তদুক্তং কবীন্দ্রৈর্ভুজঙ্গপ্রয়াতম্।
(শ্রুতবোধ–২৮).

হে শারদচন্দ্রবিদ্বেষিমুখপদ্মে! যার প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম এবং দশম বর্ণ লঘু হয়, সেই বৃত্তকে কবিগণ বলে থাকেন ভুজঙ্গপ্রয়াত। অর্থাৎ এ ছন্দের প্রতিপাদ-গঠনে থাকবে চারটি য-গণ। যথা—

য	য	য	য
∪ — —	∪ — —	∪ — —	∪ — —

পুরঃ সাধুবদ্ভাতি মিথ্যাবিনীতঃ
পরোক্ষে করোত্যর্থনাশং হতাশঃ।
ভুজঙ্গ প্রয়াতোপমং যস্য চিত্তং
ত্যজেত্তাদৃশং দুশ্চরিত্রং কুমিত্রম্।।

তৃতীয়তঃ সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দের মাধ্যমে গণ প্রকাশ — ছান্দসিকগণ তাঁদের ছন্দশাস্ত্রের কোন কোন ছন্দের সংজ্ঞায় গণ প্রকাশে ব্যবহার করেছেন গাণিতিক বা সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দ। যে ছন্দে একটি গণ একাধিকবার লিখনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, সে ক্ষেত্রে একটি গণ বারবার না লিখে, লিখেছেন সংখ্যাসূচক একটি প্রতীকী শব্দের মাধ্যমে। যেমন-

অচলধৃতি

দ্বিগুণিত বসুলঘুরচলধৃতিরিতি। (বৃত্তরত্নাকর–৩১/৬১)।

ষোড়শ অক্ষরের সমন্বয়ে ষোলটি লঘুবর্ণে গঠিত ছন্দের নাম 'অচলধৃতি'। পাঁচটি 'ন' গণ এবং একটি 'ল' গণের সমন্বয়ে ছন্দটি গঠিত হয়েছে। এই গণগুলি বোঝাতে ছান্দসিক ব্যবহার করেছেন 'বসু' শব্দটি। 'বসু' শব্দের দ্বারা নির্দেশিত হয় স্বর্গবাসী অষ্টবসুর কথা। এ অষ্টবসু হলেন- আপ বা সাবিত্র, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যূষ ও প্রভাব বা প্রভাস। এ ব্যাখ্যাহেতু 'বসু' শব্দ নির্দেশিত আট সংখ্যার প্রতীক হিসেবে। এখানে 'দ্বিগুণিতবসু' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে 'বসু' শব্দটি দুইবার গণিত হবে, অর্থাৎ দ্বিগুণিতবসুর (৮×২) গাণিতিক মান ষোল। তাই সংজ্ঞাটিতে ব্যবহৃত 'দ্বিগুণিতবসুলঘু' শব্দের মাধ্যমে ছন্দকার বুঝিয়েছেন- এ ছন্দে প্রতিপাদে থাকবে ষোলটি লঘু অক্ষর। যথা-

◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡
মদকলখগকুলকলরবমুখরিণি
বিকসিতসরসিজপরিমলসুরভিনি।
গিরিবরপরিসরসরসি মহতি খলু
রতিরতিশয়মিহ মম হৃদি বিলসতি।।

তোটক

ইহ তোটকামম্বুধিসৈঃ প্রথিতম্।। (বৃত্তরত্নাকর–৪৮/১০৩)

এ সংজ্ঞায় ব্যবহৃত 'অম্বুধি' শব্দটি সংখ্যাপ্রকাশক শব্দ। এ ছন্দটি চারটি স–গণ দ্বারা গঠিত, এ বিষয়টি বোঝাতে ছন্দকার প্রয়োগ করেছেন 'অম্বুধিসৈঃ' শব্দটি। 'অম্বুধি' শব্দের অর্থ সাগর। সাগর শব্দ চার সংখ্যার প্রতীকরূপে চিহ্নিত। কথিত হয় যে, পৃথিবীর চতুর্দিক পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ নামে চারটি সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এ অর্থে অম্বুধি শব্দ চার সংখ্যার নির্দেশক। সংজ্ঞাটিতে ব্যবহৃত 'অম্বুধিসৈঃ প্রথিতম্' শব্দে নির্দেশ করা হয়েছে যে, তোটক ছন্দ রচিত হবে চারটি স–গণ দ্বারা। অর্থাৎ তোটক ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের প্রতিচরণে ক্রমশঃ চারটি 'স' গণ থাকবে। যথা–

স	স	স	স
◡ ◡ —	◡ ◡ —	◡ ◡ —	◡ ◡ —

ত্যজ তোটকমর্থনিয়োগকরং
প্রমদাধিকৃতং ব্যসনোপহতম্।
উপধাভিরশুদ্ধমতিং সচিবং
সরনায়ক! ভীরুকমায়ুধিকম্।।

নলিনী

সগণৈঃ শিববক্ত্রমিতৈর্গদিতা 'নলিনী'। (ছঃ মঃ)

এ সংজ্ঞাটিতে ব্যবহৃত 'শিববক্ত্র' শব্দটি গণ–নির্দেশক সংখ্যাসূচক শব্দ। প্রাচীন কাহিনীতে জানা যায় হিন্দু দেবতা শিবের বক্ত্র বা মুখ পাঁচটি। এ হেতু শিব পঞ্চানন নামেও খ্যাত। ফলে 'শিববক্ত্র' শব্দটি পরিকল্পিত হয়েছে পাঁচ সংখ্যার প্রতীকরূপে। এ শব্দটির পূর্বে 'সগণৈঃ' থাকায় বোঝানো হয়েছে যে আলোচ্য ছন্দের শ্লোকের প্রতিপাদে থাকবে পাঁচটি স–গণ।

মত্তাক্রীড়

'মত্তাক্রীড়ং' বস্বিষবাশাযতিমযুগগযুগমনুলঘু গুরুভিঃ।
(ছন্দোমঞ্জরী)

এ সংজ্ঞায় ব্যবহৃত 'মনু' শব্দটি গণ-নির্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ। পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায়, সমগ্র বিশ্ব পৃথকভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় চৌদ্দজন মনুর দ্বারা শাসিত হয়। এক একজন মনুর অধিকার কালের নাম এক মন্বন্তর। এ চতুর্দশ মনু (চৌদ্দজন মনুর নাম হল-স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি।) হেতু 'মনু' শব্দ চৌদ্দ সংখ্যার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। ফলে সংজ্ঞায় ব্যবহৃত 'মনুলঘু'র দ্বারা বোঝায় পর পর চৌদ্দটি অক্ষর লঘু হবে। যথা—

∪∪∪∪∪∪∪∪∪∪∪∪∪∪∪

মুগ্ধোন্মীলন্মত্তাক্রীড়ংমধুসময়সুলভমধুরমধুরসাদ্
গানে যানে কিঞ্চিৎ স্পন্দৎ পদমরুণনয়নযুগলসরসিজম্।
রাসোল্লাসক্রীৎকম্রব্রজযুবতিবলয়রচিতভুজরসং
সান্দ্রানন্দং বৃন্দারণ্যে স্মরতি হরিমনঘচরণপরিচয়ম্।

ক্রৌঞ্চপদা

কারয় ভং ধারয় সং ভং নিগমনগণমিহ বিরচয় রুচিরং,
সঞ্চিতহারা পঞ্চবিরামা শরবসুনিযুতসুরচিতবিরতিঃ

ক্রৌঞ্চপদা' ছন্দের সংজ্ঞার প্রথম চরণে ব্যবহৃত 'নিগম' সংখ্যা প্রকাশক প্রতীকী শব্দ। বেদ অর্থে নিগম শব্দের স্থাপিত সংখ্যা চার। 'নিগমনগণ' শব্দে প্রতীয়মান হয় —এ ছন্দে রচিত শ্লোকের প্রতি পংক্তিতে চারটি ন-গণ থাকবে। যেমন—

ন ন ন ন

∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ —

যা তরলাক্ষী কুঞ্চিতকেশী মদকলকরিবরগমনবিলসিতা,
ফুল্লসরোজশ্রেণিকটাক্ষা মধুমসমুদিতসরভসগমনা,
স্থূলনিতম্বা পীনকুচাঢ্যা বহুবিধসুখযুতসুরতসুনিপুণা।
সা পরিণেয়া সৌখ্যকরা স্ত্রী বহুবিধনিধুবনসুখ মভিলষতা।।

শশিকলা

দ্বিহতহয়লঘুরথ গিতি শশিকলা।

শশিকলা ছন্দের সংজ্ঞায় ব্যবহৃত 'হয়' শব্দটি সংখ্যাসূচক শব্দ। সূর্যরথের সাতটি অশ্ব কথিত। এ অর্থে অশ্ব শব্দ সাত সংখ্যার প্রতীক। 'হয়' শব্দের অর্থ অশ্ব। 'দ্বিহতহয়' অর্থাৎ হয় শব্দটি গণিত হবে দুইবার। 'দ্বিহতহয়লঘু' শব্দের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, এ ছন্দে চৌদ্দটি লঘু অক্ষর থাকবে। যেমন-

∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪
মলয়জতিলকসমুদিতশশিকলা
ব্রজযুবতিলসদলিকগগনগতা।
সরসিজনয়নহৃদয়সলিলনিধিং
ব্যতনুত বিততরভসপরিতরলম্।।

চতুর্থতঃ শব্দের প্রতীকে গণ প্রকাশ। কোন কোন ছান্দসিক তাঁদের গ্রন্থের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনি পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয় এবং আকর্ষণীয়। তাঁদের পাণ্ডিত্যের ধূম্রজালে প্রতিটি শ্লোক এমনি-ভাবে আবৃত যে তার ভিতরে প্রবেশ করে প্রকৃত রসাস্বাদন করার চেষ্টা দুস্তর সাগর অতিক্রম করার সমতুল্য। তাঁরা ছন্দের সংজ্ঞায় কেবল সংখ্যা প্রকাশক প্রতীকী শব্দের মাধ্যমেই গণ প্রকাশ করেন নি, গণ প্রকাশক নানারূপ প্রতীকী শব্দও ব্যবহার করেছেন। এ পদ্ধতিতে ছন্দের গণ সম্পূর্ণরূপেই সাধারণ পাঠকের কাছে অন্ধকারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি প্রতীকী শব্দ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন ব্যতীত এ ক্ষেত্রে ছন্দের গণ নির্ণয় সম্ভব নয়। বৃত্তমৌক্তিক গ্রন্থে ব্যবহৃত এরূপ গণ-নির্ণয়ক প্রতীকী শব্দের একটি তালিকা প্রদর্শন করা হল।

শব্দ	গণ/মাত্রা
অধিপ	∪ — —
অমৃত	— ∪ —
অহি	∪ — ∪ —
অহিগণ	— ∪ ∪∪
আনন্দ	— ∪
ইন্দ্রাসন	∪ — —
ঐরাবৎ	∪ — —
কঙ্কণ	—
কণক	—
কনক	∪
কমল	— ∪ — ∪
কমল	∪ ∪ —
কর	∪ ∪ —
করতল	∪ ∪ —

শব্দ	গণ/মাত্রা
করতাল	—∪
কর্ণ	— —
কর্ণপর্যায়	— —
কর্ণসমান	— —
কলি	— —∪ ∪
কাহল	∪
কুচ-পর্যায়	∪ —∪
কুঞ্জর-পর্যায়	∪ — —
কুণ্ডলক	—
কুন্তীসুত	—
কুসুম	∪ —∪ ∪
কুসুম	∪
কেয়ূর	—
গ	—
গজ	চতুর্মাত্রা
গজপতি	∪—∪
গজাভরণ	∪∪ —
গণ্ড	—∪ ∪
গন্ধ	∪
গরুড়-পর্যায়	—∪—
গুরুযুগল	— —
গোপাল	∪ — ∪
চন্দ্র	∪ ∪—∪ ∪
চাপ	∪ ∪ ∪ —
চামর	—
চিত্ত	—
চির	∪ —
চিরালয়	∪ —
চিহ্ন	∪ —

শব্দ	গণ/মাত্রা
চতুর্মালা	∪ —
জগণ	∪ — ∪
জঙ্ঘাযুগল	— ∪ ∪
জোহল	— ∪ —
তগণ	— — ∪
তাটঙ্ক	—
তাণ্ড	∪ ∪ ∪
তাত	— ∪ ∪
তারাপতি	∪ — —
তাল	— ∪
তুম্বুরু	∪ —
তুরঙ্গম	চতুর্মাত্রা
তূর্যপর্যায়	— ∪
তোমর	∪ —
দণ্ড	∪
দহন	— ∪ ∪
দ্বিজজাতি	∪ ∪ ∪ ∪
দ্বিজবর	∪ ∪ ∪ ∪
ঘর্ম	— ∪ ∪ ∪ ∪
ধাতু	∪ ∪ ∪ — ∪
ধ্রুব	∪ — ∪ ∪ ∪
ধ্বজ	∪ —
নগণ	∪ ∪ ∪
নরেন্দ্র-পর্যায়	∪ — ∪
নায়ক	∪ — ∪
নারী	∪ ∪ ∪
নির্বাণ	— ∪
নূপুর	×
পক্ষী	— ∪ —

শব্দ	গণ/মাত্রা
পক্ষিরাজ	— ∪ ×
পঞ্চশর	∪ ∪ ∪ ∪
পটহ	— ∪
পত্র	∪ —
পদপর্যায়	— ∪ ∪
পদাতি	চতুর্মাত্রা
পয়োধর	∪ — ∪
পরম	∪ ×
পবন	∪ ×
পবন	∪ — ∪
পাণি	∪ ∪ —
পাপগণ	∪ ∪ ∪ ∪ ∪
পিতামহ	— ∪ ∪
পুষ্প	∪
প্রহরণ	∪ ∪ —
ফণি	— ∪
বাণ	∪ ∪ ∪ ∪
বাণ	∪
বলভদ্র	— ∪ ∪
বাহু	∪ ∪ ×
ভগন	— ∪ ∪
ভামিনী-পর্যায়	∪ ∪ ∪
ভাব	∪ ∪ ×
ভুজঙ্গ	— ∪ —
ভুজদণ্ড	∪ ∪ —
ভুজাভরণ	∪ ∪ —
ভূপতি	∪ — ∪
মগন	— — —
মনোহর	— —

শব্দ	গণ/মাত্রা
মানস	—
মুগ্ধাভরণ	—
মুনিগণ	∪ ∪ ∪ ∪
মৃগেন্দ্র	— ∪ —
মেঘ	∪ — —
মেরু	∪
যক্ষ	— ∪ —
যগণ	∪ — —
রগণ	— ∪ —
রজ্জু	∪ — ∪
রতি	— ∪ ∪
রত্ন	∪ ∪ —
রদন	∪ — —
রস	∪ —
রস	∪
রসনা	—
রসলগ্ন	— —
রসিক	— —
রূপ	∪
ল, লঘু	∪
লহলহিত	— —
বক্র	—
বজ্র	∪ ∪ —
বলয়	∪
বলয়	—
বসুচরণ	— ∪ ∪
বাস	∪ —
বিপ্র	∪ ∪ ∪ ∪
বিরাট্	— ∪ —

শব্দ	গণ/মাত্রা
বিহগ	— ∪ —
বীণা	— ∪ —
শত্রু	∪ ∪ ×
শঙ্খ	∪
শব্দ, রাব-পর্যায়	∪
শর	∪
শশি	∪ ∪ — —
শালি	∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪
শিখর	∪ ∪ ∪ ∪
শেখর	∪ ∪ — ∪
শেষ	∪ ∪ ∪ ∪ —
সগণ	∪ ∪ —
সাগর	— ∪
সাত্ত্বিকভাব	∪ ∪ ∪
সুনরেন্দ্র	∪ — —
সুপ্রিয়	∪ ∪
সুমতিলম্বিত	— —
সুরতলতা	— —
সুরপতি	— ∪
সূর্য	∪ — — ∪
সূর্য	— ∪ —
হর	— — —
হস্ত	∪ ∪ —
হস্তায়ুধ-পর্যায়	∪ ∪ —
হার	—
হারাবলি	—
হোর	— — ∪ ∪

‘রত্নমঞ্জুষা’ গ্রন্থে এই গণ একটি বর্ণের প্রতীকে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।

যেমন–

ম–গণ	=	ক্, আ
য–গণ	=	চ্, এ
ত–গণ	=	শ্, অ
র–গণ	=	ত্, ঔ
স–গণ	=	প্, ঈ
জ–গণ	=	ষ্, উ
ভ–গণ	=	স্, ঋ
ন–গণ	=	হ্, ই
গ–গণ	=	ম্
ল–গণ	=	ন্
দু'টি, গ–গণ	=	য্
ল, গ–গণ	=	র্
দু'টি ল–গণ	=	ব্

বৃত্তমৌক্তিক গ্রন্থে এই প্রতীকী শব্দের মাধ্যমে গণ প্রকাশের পদ্ধতি উদাহরণসহ নিম্নে প্রদর্শন করা হল। যেমন–

মন্দাক্রান্তা

কর্ণৌ পুষ্পদ্বিতয়সহিতৌ গন্ধবদ্ধস্তযুক্তা,
হারং রূপং তদুন বলয়ং স্বর্ণসঞ্জাতশোভম্।
সংবিভ্রাণা বিরুতললিতৌ নূপুরৌ চ পদান্তে
মন্দাক্রান্তা জয়তি নিগমৈশ্ছেদযুক্তা রসৈশ্চ।।

'মন্দাক্রান্তা' ছন্দের এ সংজ্ঞায় ব্যবহৃত কর্ণ, পুষ্প, গন্ধ, হস্ত, হার, রূপ, বলয়, স্বর্ণ ও নূপুর শব্দগুলি মাত্রা বা গণ প্রকাশক প্রতীকী শব্দ। 'কর্ণ' শব্দে দুটি গুরু (কর্ণৌ চারটি গুরু), 'গন্ধ' শব্দে একটি লঘু, 'হস্ত' শব্দে দুটি লঘু একটি গুরু, 'রূপ' শব্দে একটি লঘু, 'বলয়' শব্দে একটি গুরু, 'স্বর্ণ' শব্দে একটি গুরু, 'বিরুত' শব্দে একটি লঘু এবং 'নূপুর' শব্দে একটি গুরু (নূপুরৌ দুটি গুরু) মাত্রা নির্দেশিত। অর্থাৎ এ শব্দগুলির দ্বারা প্রকাশিত গণ হলো– ম ভ ন গ গ য য,

ম	ভ	ন	গ	গ	য	য
— — —	— ∪ ∪	∪ ∪ ∪	—	—	∪ — —	∪ — —

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রেণীভারণদলসগমানা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।।

মত্তাক্রীড়া

যস্মিন্নষ্টৌ পূর্বংহারাস্তদনু চ মনুমিতলগুমিহ রচয়েৎ,
পাদপ্রান্তে চৈকং হারং বিকচকমলমুখ! বিরচয় নিয়তম্।
মত্তাক্রীড়ং বৃত্তং বালে! বসুতিথিযতিকৃতরতিসুখনিবহং,
কুন্তীপুত্রং বেদৈরুক্তং নিগমনগণমপি বিরচয় সগণম্।।
এ সংজ্ঞাটিতে ব্যবহৃত 'অষ্টৌ হারাঃ',

মনুমিতলঘু, হার এবং নিগমনগণ শব্দগুলি মাত্রা বা গণ নির্দেশক প্রতীকী শব্দ। অষ্টৌহারাঃ=আটটি গুরু মাত্রা, মনুমিতলঘু = চৌদ্দটি (চতুর্দশ মনু অর্থে, মনু শব্দ চৌদ্দ সংখ্যার প্রতীক) লঘু মাত্রা, হার = একটি গুরু মাত্রা এবং নিগমনগণ = চারটি (বেদ অর্থে নিগম শব্দ চার সংখ্যার বোধক) ন-গণ। অর্থাৎ ছন্দটির প্রতি চরণে থাকবে যথাক্রমে ম ম গ গ ন ন ন ন এবং স গণ। যেমন-

ম	ম	গ	গ	ণ	ণ	ন	ন	স
— — —	— — —	—	—	∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	∪ ∪ —

নব্যে কালিন্দীয়ে কুঞ্জে সুরভিসময়মধুমধুরসুখরসং,
রাসোল্লাসক্রীড়ারঙ্গে যুবতিসুভগভূজরচিতবরবশম্।
সান্দ্রানন্দং মেঘশ্যামং মুরলিমধুররববিমুষিতহরিণং,
বৃন্দারণ্যে দীব্যৎ পুণ্যে স্মরত পরমমিহ হরিমনবরতম্।।

মালিনী

দ্বিজকরবলয়াঢ্যা নূপুরা রাবযুক্তা,
শ্রবণরচিতপুষ্পপ্রোততাটঙ্কযুগ্মা।
বসুরচিতবিরামা সর্বলোকৈকবর্ণা,
ফণিপনৃপতিকান্তা ভাসতে মালিনীয়ম্।।

এ সংজ্ঞাটিতে প্রয়োগকৃত দ্বিজ, কর, বলয়, নূপুর, রাব, শ্রবণ (কর্ণ), পুষ্প এবং তাটঙ্ক, শব্দগুলি মাত্রা বা গণ নির্দেশক প্রতীকী শব্দ। 'দ্বিজ' শব্দে তিনটি লঘু, 'কর' শব্দে দুটি লঘু একটি গুরু (স-গণ), 'বলয়' শব্দে একটি গুরু, 'নূপুর' শব্দে একটি গুরু, 'রাব' শব্দে একটি লঘু, শ্রবণ (কর্ণ) শব্দে দুটি গুরু, 'পুষ্প' শব্দে একটি লঘু এবং তাটঙ্ক শব্দে একটি গুরু (তাটঙ্ক যুগ্ম দুটি গুরু) মাত্রা বা গণ নির্দেশিত। অর্থাৎ এ ছন্দে রচিত শ্লোকের প্রতিটি চরণে থাকবে ন ন ম য এবং য গণ। যেমন-

ন	ন	ম	য	য
∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	— — —	∪ — —	∪ — —

অয়মমৃতমরীচিদিগ্বধূকর্ণপূরং
সপদি পরিবিধাতুং কোপি কামীব কান্তঃ।
সরস ইব নভস্তোস্তবিস্তারযুক্তা-
দুডুগণকুমুদানি প্রোচ্চকৈরুচ্চিনোতি।।

শিখরিণী

সুরূপং স্বর্ণাঢ্যং শ্রবণমধিতাটঙ্কযুগলং,
সদা সংবিভ্রাণা দ্বিজমথ সুপুষ্পাঢ্যবলয়ৌ।
সুরূপং হস্তাগ্রং তদনু দধতী রাজতি রসৈঃ,
শিবৈশ্ছিন্না নাগপ্রথিতমহিমেয়ং শিখরিণী।।

'শিখরিণী' ছন্দের এ সংজ্ঞায় গ্রথিত রূপ, স্বর্ণ, শ্রবণ, তাটঙ্ক (যুগলং), দ্বিজ, পুষ্প, বলয়, হস্ত, রূপ এবং হস্ত শব্দগুলি মাত্রা বা গণ-প্রকাশক শব্দ। এখানে 'রূপ' শব্দে একটি লঘু, 'স্বর্ণ (কনক)' শব্দে একটি গুরু, শ্রবণ (কর্ণ) শব্দে দুটি গুরু, 'তাটঙ্কযুগল' শব্দে দুটি গুরু, 'দ্বিজ' শব্দে চারটি লঘু, 'পুষ্প' শব্দে একটি লঘু, 'বলয়ৌ শব্দে দুটি গুরু, 'রূপ' শব্দে একটি লঘু এবং হস্ত শব্দে দুটি লঘু একটি গুরু (স-গণ) মাত্রা বোধ্য। অর্থাৎ 'শিখরিণী' ছন্দে রচিত শ্লোকের প্রতিপাদে যথাক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে য ম ন স ভ ল এবং গ-গণ। যেমন-

য	ম	ন	স	ভ	ল	গ
∪ — —	— — —	∪ ∪ ∪	∪ ∪ —	— ∪ ∪	∪	—

দিশি স্ফারীভূতৈঃ কবিনিকরগীতৈস্তব রণ-
স্তবৈর্বাত্যাচক্রৈর্দ্বিগুণিতরয়ঃ ক্ষোণিতিলকঃ।
প্রতাপো দাবাগ্নিস্তব খরকরস্পর্শকঠিনো,
বিপক্ষক্ষোণীন্দ্রঃ প্রথিতবনমত্র প্রভবতি।।

সুরসা

কর্ণদ্বন্দ্বং বিরাজৎ কুসুমসুললিতং কুণ্ডলযুগং,
সংবিভ্রাণা ততোপি দ্বিজমথ চ করং কঙ্কণযুতম্।
রূপাঢ্যা দিব্যরাবা কুসুমবিলসিতা নূপুরযুতা,
শৈলৈরশ্বৈশ্চ বাণৈর্বিরচিতবিরতির্ভাতি সুরসা।।

এ সংজ্ঞায় ব্যবহৃত কর্ণদ্বন্দ্ব, কুসুম, কুণ্ডলযুগ, দ্বিজ, কর, কঙ্কণ, রূপ, রাব, কুসুম ও নূপুর শব্দগুলি মাত্রা বা গণ-নির্দেশক প্রতীকী শব্দ। এখানে 'কর্ণদ্বন্দ্ব' শব্দে চারটি গুরু, 'কুসুম' শব্দে একটি লঘু, 'কুণ্ডলযুগ' শব্দে দুটি গুরু, 'দ্বিজ' শব্দে চারটি গুরু, 'কর' শব্দে দুটি লঘু একটি গুরু (স-গণ), 'কঙ্কণ' শব্দে একটি গুরু, 'রূপ' শব্দে একটি লঘু, 'রাব' শব্দে

একটি লঘু, 'কুসুম' শব্দে একটি লঘু এবং 'নূপুর' শব্দে একটি গুরু মাত্রা নির্দেশিত। অর্থাৎ এ ছন্দে রচিত শ্লোকের প্রতিচরণ গঠিত হবে ম র ভ ন য ন এবং গ-গণ দ্বারা। যেমন-

ম	র	ভ	ন	য	ন	গ
———	—∪—	—∪∪	∪∪∪	∪——	∪∪∪	—

গোপালং কেলিলোলং ব্রজজনতরুণী-রাসরসিকং,
কালিন্দীয়ে নিকুঞ্জে পশুপসুতগণৈর্বেষ্টিততনুম্।
বংশীরাবেণ গোপীসুললিতমনসাং মোহনপরং,
কংসাদীনামরাতিং ব্রজপতিতয় নয়ং নৌমি হৃদয়ে।।

হরিণী

দ্বিজরসযুতা কর্ণদ্বন্দ্বস্ফুরদ্‌বরকুণ্ডলা,
কুচতটগতং পুষ্পং হারং তথা দধতী মুদা।
বিরুতললিতং সর্ববিভ্রাণং পদান্তগনূপুরং,
রসজলনিধিশ্ছিন্না নাগপ্রিয়া হরিণী মতা।।

'হরিণী' ছন্দের এ সংজ্ঞাটিতে ব্যবহৃত দ্বিজ, রস, কর্ণ (দ্বন্দ্ব), কুণ্ডল, কুচ, পুষ্প, হার, বিরুত এবং নূপুর শব্দগুলি মাত্রা বা গণ-নির্দেশক প্রতীকী শব্দ। এখানে 'দ্বিজ' শব্দে চারটি লঘু, 'রস' শব্দে একটি লঘু, 'কর্ণ' শব্দে দুটি গুরু (কর্ণদ্বন্দ্ব চারটি গুরু), 'কুণ্ডল' শব্দে একটি গুরু, 'কুচ' শব্দে একটি লঘু একটি গুরু একটি লঘু (জ-গণ), 'পুষ্প' শব্দে একটি লঘু, 'হার' শব্দে একটি গুরু, 'বিরুত' শব্দে একটি লঘু (ল-গণ) এবং 'নূপুর' শব্দে একটি গুরু (গ-গণ) নির্দেশিত। অতএব এ ছন্দে রচিত শ্লোকের প্রতিপাদ যথাক্রমে ন স ম র স ল এবং গ-গণ দ্বারা গঠিত হবে। যেমন-

ন	স	ম	র	স	ল	গ
∪∪∪	∪∪—	———	—∪—	∪∪—	∪	—

সপদি কপয়ঃ শৌর্যাবেশস্ফুরৎকরজদ্বিজাঃ,
গিরিবরতরূনুন্মৃদ্‌নন্তস্তথোৎপথগামিনঃ।
অহমহমিকাং কৃত্বা বারাংনিধেরতিলঙ্ঘনে,
তটভুবি গতাঃ সংপ্রেক্ষন্তে মুখানি পরস্পরম্।।

খ্রী. পূ. দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টাব্দ সতের শতক পর্যন্ত যে সব ছন্দোগ্রন্থ রচিত হয়েছে যেমন ছন্দঃশাস্ত্র, জনাশ্রয়ী ছন্দোবিচিতি, জয়দেবছন্দঃ বৃত্তজাতিসমূচ্চয়, ছন্দোনুশাসন, স্বয়ম্ভূচ্ছন্দ, বৃত্তরত্নাকর,

সুবৃত্ততিলক, শ্রুতবোধ, বাণীভূষণ, ছন্দোমঞ্জরী, বৃত্তমুক্তাবলী, বাগ্‌বল্লভ, বৃত্তমৌক্তিক–এর প্রতিটিতেই গণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছান্দসিকগণের নানারূপ পাণ্ডিত্য পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায় প্রতিটি ছন্দোগ্রন্থে একই ছন্দের মাত্রা বা অক্ষর বিন্যাসে সমতা রক্ষিত হলেও তার প্রকাশভঙ্গিতে ঘটেছে বিভিন্নতা। যেমন 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে সব ছন্দোগ্রন্থেই ম ভ ন গ গ য য কিংবা ম ভ ন ত ত গ গ গণে সতের মাত্রা বা অক্ষর রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই গণগুলির ব্যবহার পদ্ধতিতে ঘটেছে বিভিন্নতা। যেমন–

ছন্দঃশাস্ত্র—

মন্দাক্রান্তা ম্‌ভৌ ন্‌তৌ ত্‌গৌ গ্‌ সমুদ্রর্তুস্বরাঃ।

শ্রুতবোধ—

চত্বারঃ প্রাক্‌সুতনু! গুরবো দ্বৌদশৈকাদশৌ চে-
ন্মুগ্ধে, বর্ণৌ তদনু কুমুদামোদিনি, দ্বাদশান্তৌ।
তদ্বচ্চান্ত্যৌ যুগরসহয়ৈর্যত্র কান্তে বিরামো
মন্দাক্রান্তাং প্রবরকবয়স্তন্বি, তাং সঙ্গিরন্তে।।

বৃত্তরত্নাকর—

মন্দাক্রান্তা জলধিষড়্‌গৈর্ম্ভৌ নতৌ তাদ্‌গুরূ চেৎ।

ছন্দোমঞ্জরী—

মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ গৌ যযুগ্মম্‌।

বৃত্তমৌক্তিক—

কর্নৌ পুষ্পাদ্বিতীয়সহিতৌ গন্ধবদ্ধস্তযুদ্ধ,
হারং রূপং তদনু বলয়ং স্বর্ণসঞ্জাতশোভম্‌।
সর্ববিভ্রানা বিরুতললিতৌ নূপুরৌ বা পদান্তে
মন্দাক্রান্তা জয়তি নিগমৈশ্ছেদযুক্ত রসৈশ্চ।।

এভাবে ছান্দসিকগণ তাঁদের স্ব স্ব পাণ্ডিত্য অনুসারে পূর্বসূরীদের গ্রন্থ থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে তৈরি করেছেন ছন্দের সংজ্ঞা। সংজ্ঞা তৈরির এ বিভিন্নতার সঙ্গে গণ প্রয়োগেও বিভিন্ন রীতি বা কলাকৌশলের প্রয়োগ করেছেন। ছান্দসিকদের এই পাণ্ডিত্যের বেড়াজাল ভেঙ্গে ছন্দের যথার্থ রসাস্বাদন চেষ্টার প্রথমেই তাই সম্যক ধারণা রাখতে হবে ছন্দের গণ ও মাত্রা প্রয়োগের এসব বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

কালিদাস : *শ্রুতবোধ*, সম্পা. হেরম্বনাথ চ্যাটার্জী, কলিকাতা, ১৯৬১

কেদারভট্ট : *বৃত্তরত্নাকর*, সম্পা. কেদারনাথ শর্মা, বারাণসী, ১৯৮০

কেশব মিশ্র : *অলঙ্কারশেখর*, সম্পা. অনন্তরাম শাস্ত্রী বেতাল, বারাণসী, ১৯২৭

গঙ্গাদাস : *ছন্দোমঞ্জরী*, সম্পা. শ্রীরামপদ ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৩৮১

চন্দ্রশেখর ভট্ট : *বৃত্তমৌক্তিক*, সম্পা. পদ্মশ্রী মুনি জিনবিজয়, পুরাতত্ত্বাচার্য, রাজস্থান, ১৯৬৫

পিঙ্গলাচার্য : *ছন্দঃশাস্ত্র*, সম্পা. পরিমল, দিল্লী, ১৯৮১

পুরুষোত্তম : *কোষরত্নাকর*, সম্পা: শ্রীনাথতর্ক পঞ্চানন, কলিকাতা, ১৮৭৫

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য : *প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের ভূমিকা*, কলিকাতা, ১৯৫৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *ছন্দ*, সম্পা: শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন, কলিকাতা, ১৯৭৬

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী : *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা*, কলিকাতা, ১৩৬১